দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের হল রুমে।

দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে: এসময় উপস্থিত ছিলেন,কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সহ-সভাপতি শহিদ বিশ্বাস, সহ-সভাপতি সুমিয়া খাতুন, প্রচার সম্পাদক রতন বিশ্বাস।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক শওকত আলীর সঞ্চালনায়, এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার নির্বাহী সদস্য আহম্মদ আলী, সুদিন সরকার,সাধু মন্ডল, জহিরুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন, আক্তারুজ্জামান, নুর হক, রেজাউল করিম, আতিয়ার রহমান সহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন।

দর্শনা কেরুজ ডিস্টিলারীর ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে দৃর্নিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দর্শনা কেরুজ ডিস্টিলারী বিভাগের দায়িত্বে থাকা মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি দিয়েছে

চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ।

সোমবার (২৩ জানুয়ারী) ভারপ্রাপ্ত চীফ অফ পারসোনেল শাহরীনা তানাজ এর স্বাক্ষরিত ৩৬.০৪.০০০০.০১১.
১৯.০০১.১৮.১৪১ নং স্বারকে অব্যাহতির বিষযটি নিশ্চত করে।

পুনরাদেশ না দেওয়া পযর্ন্ত বিএসএফআইসি’র অধীনে কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেডের মহাব্যাবস্থাপক ফিদা হাসান বাদশাকে বর্তমান বেতনক্রমে নামের পার্শ্বে উল্লেখিত পদ থেকে অব্যাহতি দেয়।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে “স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক” পত্রিকায় নিয়োগপত্র ছাড়াই মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে ফিদা হাসান বাদশা কেরুজ চিনিকলের কোষাগার থেকে নিচ্ছেন বেতনভাতা এই মর্মে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তার পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে এবং সরেজমিনে তদন্তে আসে। তদন্তে এসে কর্মস্থলের তার বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হয়। যে কারণে সাথে সাথে তার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ডিস্টিলারী পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। এ বিষয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক বলেন, আজ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন থেকে তার ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদ থেকে একটি পরিপত্র এসেছে। পরিপত্রে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি প্রদান করে ওই স্থলে রাজিবুল হাসান ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে দায়িক্তভার গ্রহন করেছে।

উল্লেখ্য, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিস্টিলারী বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ফিদাহ হাসান বাদশা দীর্ঘ ১৮ বছর ঘুরে ফিরে অবস্থান করছেন একই প্রতিষ্ঠনে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক ফিদাহ হাসান বাদশাকে নিয়োগ দেওয়া হয় চিনিকলের বিএমআর প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসাবে। অথচ তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে আকড়ে রাখেন ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান চেয়ার। ফিদাহ হাসান বাদশার পদ মর্যাদা ব্যবস্থাপক, এ পদে পদন্নোতি হলে উপ-মহাব্যবস্থাপক, তার পরের পদ মহাব্যবস্থাপক। অথচ ব্যবস্থাপক পদ থেকে তিনি মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে একই ব্যাক্তি গুরুত্বপূর্ণ ২টি চেয়ার ধরে রাখায় অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জাগে প্রকল্পের পিডি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও কি কারণে ধরে রেখেছেন ডিস্টিলারীর চেয়ার। কি মধু এ চেয়ারে? এ সংক্রান্তে পত্রিকায় রিপোর্টা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ শুরু করে

দেন তিনি।

সুত্রে জানা যায়, দর্শনা কেরুজ চিনিকলে ২০০৫ সালে যোগদান করেন ফিদাহ হাসান বাদশা। যোগদানের পর পদন্নতি পেয়ে মিলের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তা বাবুদের ম্যানেজ করেই ২০১৯ সালের ২৬ মে ডিস্টিলারী বিভাগে মহাব্যবস্থাপক পদে দায়িত্ব নেন। এরই মধ্যে পদন্নতি পেয়ে সদর দপ্তর থেকে চিনিকলের বিএমআরআই করণ প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসেবে দায়িত্ব পান। তার মূলদায়িত্ব ওই প্রকল্পে হলেও অনৈতিক সুবিধা থাকায় ডিস্টিলারীর চেয়ার কৌশলে আকড়ে আছেন।

সূত্রে আরও জানা যায়, ডিস্টিলারী বিভাগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মালামাল ক্রয় হয়ে থাকে। পাশপাশি কয়েক শত কোটি টাকার মদ বিক্রি। পদাধিকার বলে ডিস্টিলারীরে মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার যাচাই বাচাই এবং দেখভাল করার গুরুদায়িত্ব থাকে। অভিযোগ রয়েছে, প্রত্যেকটি মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার সক্রিয় অবস্থান থাকে। যার ফলে সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠনের সাথে বিশেষ সখ্যতাও রয়েছে ফিদাহ হাসান বাদশার। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিন্মমানের মালামাল সরবরাহের সুযোগ করে দেন তিনি। এতে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হলেও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছেন বাদশা। ডিষ্টিলারীর ক্রয় দুর্নিতি রোধে তার অপসারণ জরুরী বলে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা মনে করেন।

দীর্ঘদিন একই চেয়ারে থাকলে অনেকের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠার সুবাদে দুর্ণিতি সিন্ডিকেট তৈরী হয়েছে। চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি ডিষ্টিলারীর চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বিএমআরআই প্রকেল্পর মূলদায়িত্ব যেন গ্রহণ করেন ফিদাহ হাসান বাদশা। তাহলে অনেকাংশে দূর্নিতি কমে যাবে এ বিভাগে।

এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশের পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে এবং সরেজমিনে তদন্তে আসে। তদন্তে এসে কর্মস্থলের তার বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হয়। যে কারণে সাথে সাথে তার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ডিস্টিলারী পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। যে করণে গতকাল সোমবার চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন থেকে তার ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদ থেকে একটি পরিপত্র এসেছে। পরিপত্রে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি প্রদান করে ওই স্থলে রাজিবুল হাসানকে ডিস্টিলারীর মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে দায়িক্তভার

গ্রহণের আদেশ প্রদানের কথা জানানো হলে বাদশাকে অব্যাহতি দিয়ে রাজিবুলকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে বলে জানান দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

চুয়াডাঙ্গায় জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরন

বাংলারদেশ জাতীয়তাবাদি কৃষক দল চুয়াডাঙ্গায় জেলা শাখার আয়োজনে জিয়াউর রহমানের ৮৭ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে রজব আলী সুপার মার্কেটে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির কার্যালয়ে জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুাষ্ঠিত আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা।

জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব ও ইউপি চেয়ারম্যান তবারক হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষকদলের যুগ্ন আহ্বায়ক আরিফ হোসেন জোয়ার্দ্দার সোনা, তরিকুল আলম জোয়ার্দ্দার বিলু, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শফিকুল হেলার পিটু, বিএনপি নেতা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী।

জিয়াউর রহমানের জন্ম বার্ষিকীর আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে শীতার্থ দুস্থ মানুষদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

থানা পুলিশ জানান, জীবননগর থানাধীন শাহপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে শাহপুর তিন রাস্তার মোড় হতে সন্দেহভাজন BAJAJ BOXER-AT 100 CC একটি মোটরসাইকেল দাঁড়ানোর জন্য সংকেত দিলে তারা গাড়ি না থামিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এসময় গাড়িসহ ফাহিম হুসাইন,বিপ্লব, সোহান হোসেনকে আটক করে তাদের জিজ্ঞেসা করলে তারা জানান এটি আন্দুলবাড়িয়ার খাঁন ব্রিক্স হতে চুরির করে এনেছে।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক জানান, জীবননগর উপজেলা আন্দুলবাড়িয়ার খাঁন ব্রিক্স থেকে গাড়ি চুরি করে পালানোর সময় আটক তিনজনকে একটি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। আটকদ্বয়কে সোমবার আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

জীবননগরে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা,সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং সামাজিক সমস্যা নিরসনে মসজিদের ইমাম, খতিব ও আলেম ওলামাদের করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের আয়োজন উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীন ইসলাম, জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের হিসাব রক্ষক আব্দুস সোবহান, হাসাদহ মডেল ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যাপক মা.আক্তারুজ্জামান, জীবননগর থানার সাব-

ইন্সপেক্টর হাসনাইন প্রমূখ।

এছাড়াও কর্মশালায় উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, খতিব ও আলেম ওলামাদের পাশাপাশি ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও বয়স্ক কেন্দ্রের শিক্ষক -শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের সুপার ভাইজার আব্দুল হাকিম।

আলমডাঙ্গায় আলমসাধু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৪ জন আহত

আলমডাঙ্গার রোয়াকুলি আলমসাধু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নারী পুরষসহ ৪ জন গুরুত্বর আহত হয়েছে। সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে গুরুত্বর আহতদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ি জোরগাছা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী (৪৫), মৃত আহম্মেদ মন্ডলের ছেলে ফিরোজ আলী (৭০), মৃত হারুন মন্ডলের ছেলে আইয়ুব আলী (৬৫), ঘোলদাড়ি বাজারস্থ শ্রী হরিনাথের স্ত্রী শ্রী জোসনা (৪০)।

সোমবার বিকেলের মুন্সিগঞ্জ থেকে আলমসাধু যোগে আলমডাঙ্গায় আসছিলো। এসময় গাড়ি দ্রুত গতিতে যাবার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এসময় গাড়ি চালকসহ ৪ জন গুরুত্বর আহত হয়। স্থানীয়দের সহযোগীতায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি জিয়া গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ ৬মাসের সাজাপ্রাপ্ত ও অর্থ দণ্ডিত পলাতক আসামি জিয়াউর রহমান জিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

জিয়াউর রহমান উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আইজেল হকের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানা সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউর রহমান। তার বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে জোরপূর্বক অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদাদাবি অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে মামলা দায়ের করেন।

ওই মামলায় জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ৬ মাসের কারাদন্ড ও ২ লক্ষ টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করে আদালত । মামলার আদেশের পর দীর্ঘদিন পলাতক থাকে জিয়াউর। আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাঁশবাড়িয়া নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক এসআই কামরুল ইসলাম জানান, ২০১৭ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও যুগ্ম দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিজ্ঞ বিচারক প্রতারণামূলক অর্থ আত্মসাতের একটি মামলায় ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি মামলায় ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন।

আলমডাঙ্গার জিসান টাওয়ারে অনৈতিক কর্মকান্ড, ৩ নারী যৌন কর্মী আটক

আলমডাঙ্গার পৌর শহরের জিসান টাওয়ারে অভিযান চালিয়ে ৩ যৌন কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। তারা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য ওই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

গত শনিবার রাত ১০টার দিকে পৌর শহরের দারুস সালাম মোড়স্থ জিসান টাওয়ারের ৫ম তলা থেকে তাদের আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মোনাকষা গ্রামের আনোয়ারের ছেলে আরজান। তিনি কাঁচামালের আড়ৎ ব্যবসায়ী।

দীর্ঘদিন আড়ৎ ব্যবসার আড়ালে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর পালপাড়ার মৃত খাদেমুল হকের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন ও মেয়ে সজিনার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের উঠতি বয়সি মেয়েদের মাধ্যমে দেহ ব্যবসা পরিচালনা করছে।

তারা পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া নিয়ে এ পতিতা ব্যবসা পরিচালনা করছে। ইতোপূর্বে গত ১ মাস পূর্বে স্থানীয়রা ওই বাড়িতে পতিতাসহ এক যুবককে আটক করে।

মানোয়ারা ও সজিনা খাতুন গত ২ মাস পূর্বে পৌর শহরের জিসান টাওয়ারের বাসা ভাড়া নেয়। টাওয়ারের ৫ম তলায় উঠতি বয়সী তরুণীদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করে আসছে। শনিবার রাত ১০ টায় মোনাকষা গ্রামের কাঁচামালের আড়ৎ ব্যবসায়ী আরজান পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের আতিয়ারের মেয়ের সাথে দৈহিক ঘনিষ্ঠ মুহুর্তে স্থানীয়রা তাদের আটক করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ যৌন কর্মীকে আটক করে। এসময় কৌশলে আরজান ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

আটকৃত নারীরা হলো- গোবিন্দপুর পালপাড়ার মৃত খাদিমুল হকের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন (৫০), মীরপুর থানার ইশেলমারি গ্রামের সিরাজুল ইসলামের মেয়ে রিতা খাতুন (২১), পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের মেয়ে রিয়া খাতুন (২১)।

এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় অনৈতিক ঘটনায় ২৯০ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। গতকাল রবিবার বিকেলে সংশ্লিষ্ট মামলা আদালতে সোর্পদ করা হয়।